তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৯৮

**ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের শেকড় অনেক গভীরে**

 **-- কলকাতায় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কলকাতা (ভারত), ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। গত ১৫ বছরে আমরা সেটা দেখতে পাই। ভারত- বাংলাদেশের সম্পর্কের শেকড় অনেক গভীরে। দুই বাংলার এক আত্মা- ধমনীতে প্রবাহিত একই রক্ত, একই ভাষা-সংস্কৃতি, ভাতৃত্বের বন্ধনে একাত্ম আমরা। সবদিক দিয়ে এখন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক খুবই ভালো সাংস্কৃতিক বন্ধনটা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ ও ভারতের জনগণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ভালোলাগা, সব দিক দিয়ে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। আমরা যে মাতৃভাষায় কথা বলি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার- সেটাতো আরো গভীরে। সেই সম্পর্কটা সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ হলো। বঙ্গবন্ধুর ওপর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস’ করেছেন। এর ১৪ খন্ড বাংলাদেশে বেরিয়ে গেছে। সেখানে দেখতে পাচ্ছি ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙে দু’টি রাষ্ট্র হলো। এর মধ্যে তদানীন্তন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর পাকিস্তানের নজরদারি কী রকম ছিল সেটা ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস’ এ দেখতে পাই।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ কলকাতার দ্য বেঙ্গল ক্লাবে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘ আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাঙালির আত্মত্যাগ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘের সভাপতি শিশির বাজোরিয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উপ হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছামাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেন। বারবার গ্রেফতার হন, জেলখানায় যান। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে এবং শহিদ মিনার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। এ স্বাধীনতা অর্জনে ভারতবর্ষ তথা ভারতের জনগণের অবদান সবসময় স্মরণ করি, মর্যাদার সাথে দেখি। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের জন্য ভারতের প্রায় ১২ হাজার সেনা সদস্য শহীদ হয়েছেন। এটা আমরা কখনো ভুলে যাই না, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার মানুষ বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। আমরা ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি। আমরা বুঝতে পারছি এক কোটির অধিক লোককে আশ্রয় দেয়া, এর ব্যবস্থাপনা কত কঠিন। খাদ্য, শিক্ষা চিকিৎসাসহ আরো কত কিছু। সেরকম একটি বিশাল দায়িত্ব শুধু ভারত নেয়নি এবং আমাদের বিজয় অর্জনের জন্য চারিদিক দিয়ে সমর্থন দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাকে মুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের ভূমিকা অসামান্য। ভারতের সে ভূমিকা না থাকলে কি হতো আমরা জানি না। তাদের ভূমিকাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সে জিনিসগুলো উপলব্ধি করেন এবং ধারন করেন বলেই ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কটা অনন্য উচ্চতা গেছে। ৭৫এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে বাংলাদেশে ছায়া নেমে এসেছিল। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কটা তিক্ততায় পরিণত করেছিল। এটা আমাদের জন্য ভালো হয়নি। এত তিক্ততায় চলে গিয়েছিল যে প্রতিবেশীর সাথে সে সম্পর্কটা অবিশ্বাসের জায়গায় চলে গিয়েছিল। সীমান্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীর ঘটনাগুলো কি পরিমাণে তৎপরতা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগুলো এখন শূন্যের কোঠায় এসেছে। "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোন সন্ত্রাসবাদের জায়গা দেয়া হবে না। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে সন্ত্রাসী ততপরতা চালাতে দেয়া হবে না।" এটা প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার। এ ধরনের অঙ্গীকার তিনি শুধু করেননি , নিয়ন্ত্রণ করেছেন, দমন করেছেন এবং আজকে বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত সেখানে কোন উত্তেজনা নেই। খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিছু কিছু ঘটনা ঘটে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের ট্রেড, দৈনন্দিন জীবনে আলু পিয়াজ এর সমস্যা, ভারত সরকার সাথে সাথে এলসি ওপেন করে দিয়েছে। পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের মায়া নৌরুট চালু করেছি। ভারতের ক্রুজ ভেসেল 'গঙ্গাবিলাস' ১১০০ কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে ৫২ দিনে আসামে গিয়ে যাত্রা শেষ করেছে। রামগড়, আখাউড়া, বিবির বাজার, ভোমরা, বাংলাবান্ধা স্থলপথে যোগাযোগ উন্নত হয়েছে। রেল যোগাযোগ হচ্ছে। ট্রানজিট ট্রানশিপমেন্ট পাইলট প্রকল্প ট্রআয়আল রান হয়েছে। যে কোন সময় ভারতের সাতটি রাজ্যে যাতায়াত করতে পারবে এবং সেই এলাকার জনগোষ্ঠী উঠে আসবে। এতে বুঝা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে কত মধুর। আমি আজকে কলকাতায় ভাষাগুলোকে ধরে রাখার জন্য আলোচনা করছি। ভারতের অনেক ভাষা রয়েছে। এখানে একটি সংগীত পরিবেশিত হয়েছে- মানবতার জয় হোক‌। এটা বাংলাদেশ চায় কারণ ১৯৭১ সালে এবং ৭৫এর ১৫ ই আগস্ট মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছে বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মানবতার পক্ষে কাজ করছেন, পৃথিবীর শান্তির পক্ষে কাজ করছেন। ভারতবর্ষে এত বড় একটা পরাশক্তি। সেই ৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ বলেনি ভারত আক্রমণশালী। ভারত সব সময় শান্তির পক্ষে কথা বলেছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছে ভারত থেকে। সারা পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে কাজ করছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সরকার সেভাবে কাজ করছে‌। আমরা সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি‌। মেলবন্ধন গুলো আজকে হচ্ছে। এগুলো আরও হবে। পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। বাংলাদেশে হবে। বন্ধনগুলো আরো করতে হবে। বাংলাদেশীদের চিকিৎসা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অন এরাইভেল ভিসার বিষয়ে বাংলাদেশস্থ ভারতের হাইকমিশনার এবং কলকাতাস্থ বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার এর সাথে কথা হয়েছে। এ বিষয়টি বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন এরাইভেল বিষয় খুবই প্রয়োজন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষিত থাক, নিরাপদ থাক- এটা প্রতিমন্ত্রী কামনা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফয়সল/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৯৭

**বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যাখ্যা**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

সরকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জনস্বার্থে বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন নিশ্চিত করতে হুইলিং চার্জ, বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার ও খুচরা মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার জন্য চার্জ বা ফি পুনর্নির্ধারণ করেছে।

বিদ্যুতের পাইকারি মূল্য প্রতি ইউনিটে ৩৪ পয়সা সমন্বয় করা হয়েছে (প্রতি ইউনিট ৬ দশমিক ৭০ টাকা হতে ৭ দশমিক শূন্য ৪ টাকা হয়েছে, গড় সমন্বয়-৫ শতাংশ); খুচরা পর্যায়ে প্রতি ইউনিট গড়ে ৭০ পয়সা সমন্বয় করা হয়েছে (প্রতি ইউনিট ৮ দশমিক ২৫ টাকার বিপরীতে ৮ দশমিক ৯৫ টাকা হয়েছে, গড় সমন্বয় ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং লাইফ লাইন গ্রাহকের ৪ দশমিক ৩৫ টাকা হতে ৪ দশমিক ৬৩ টাকা করা হয়েছে, সমন্বয় ২৮ পয়সা (১ কোটি ৬৫ লাখ লাইফ লাইন গ্রাহক রয়েছে)।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ মনে করে এই সমন্বয় গ্রাহকদের কাছে সহনীয় হবে। বিল ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ হতেই এই সমন্বয় কার্যকর হবে।

#

আসলাম/ফয়সল/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৯৬

**আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলেই দেশের মানুষের উন্নয়ন হয়**

 **-- ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের সর্বক্ষে‌ত্রে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলেই দেশের মানুষের উন্নয়ন হয়।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে মলমগঞ্জ বাজার কাচারি মাঠে তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা ও কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্মমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি টানেল নির্মাণের বিষয় তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎসহ সকলক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। দেশের অর্থনীতির পরিধি বেড়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। শেখ হাসিনা দেশ চালাচ্ছেন বলেই আজ এত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

মোঃ ফরিদুল হক খান আরো বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ নানা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভাতার পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করে দুঃস্থ-অসহায় মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৯৪টি উপজেলার জনগণ সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হয়েছে।

পাথর্শী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইফতেখার আলম বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুস ছালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ খালেক আকন্দ, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আফরোজি আজাদ তানিয়া, যুব মহিলা লীগ সভাপতি আবিদা সুলতানা যুথি, ছাত্রলীগ সভাপতি নুরে আজাদ ইমরান প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

আবুবকর/ফয়সল/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৯৫

**যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ-চীন**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

 যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বাংলাদেশ ও চীন সরকার একযোগে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

 আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন একথা জানান।

 সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় করেন। তারা বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন, দু’দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। চীন বিভিন্ন ক্রীড়ার উন্নয়নে বাংলাদেশে অভিজ্ঞ কোচ পাঠাতে আগ্রহী। বিশেষ করে টেবিল টেনিস খেলার উন্নয়নে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে দেড় মাস মেয়াদি উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চীন থেকে দক্ষ কোচ প্রেরণ করতে আগ্রহী এবং অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বয়সী প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

 রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, চীন সরকার চায় বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে যুব ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরো গভীর ও জোরদার হোক। এ লক্ষ্যে আগামী এক মাসের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, চীন বাংলাদেশের অকৃত্রিম ও পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশের প্রায় সকল মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে চীন সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় চীন সরকার বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া খাতেও বিনিয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশই যুব শক্তি। আধুনিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকার তাদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করছে। দেশে-বিদেশে তারা বিভিন্ন কর্মমুখী পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট, ফুটবল, আরচারি, শুটিংসহ বিভিন্ন খেলায় ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করছে। বাংলাদেশ চীনে ক্রিকেট ও কাবাডি খেলার উন্নয়নে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে।

 সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের নারী ফুটবলসহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ক্রীড়ার উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

 এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদসহ মন্ত্রণালয় ও চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

 আরিফ/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী                                                                                                     নম্বর : ৩২৯৪

**প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে হবে**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

নাইরোবি (কেনিয়া), ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে প্লাস্টিক দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি ‘প্লাস্টিক দূষণ চুক্তি’কে এক চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরেন।

আজ কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৬ষ্ঠ পরিবেশ অধিবেশনে ‘গ্লোবাল প্লাস্টিক অ্যাকশন পার্টনারশিপ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য প্রদানকালে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন অংশীজনের সমাবেশে প্লাস্টিক দূষণ নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বক্তব্যে মন্ত্রী প্লাস্টিক দূষণ নির্মূলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ বিষয়ে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপের কথা জানান। প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে পথিকৃৎ পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। এ উদ্যোগের ফলে পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশকে অগ্রণী ভূমিকায় স্থাপন করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্লাস্টিক দূষণ সংক্রান্ত উদীয়মান চুক্তির তাৎপর্য স্বীকার করে মন্ত্রী চৌধুরী প্লাস্টিক বর্জ্য মোকাবিলায় বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন। তিনি একটি জাতীয় প্লাস্টিক অ্যাকশন পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠাকে চুক্তির লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করে সহযোগিতামূলক, বহু-স্টেকহোল্ডার প্রচেষ্টার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

বক্তব্যে মন্ত্রী চৌধুরী একটি সামগ্রিক কৌশলের রূপরেখা দেন, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাইরেও প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস এবং বিকল্প উপকরণের প্রচারকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি চুক্তির উদ্দেশ্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য উভয়ের সাথে এই কৌশলটির সারিবদ্ধতার ওপর জোর দেন, যা পরিবেশগত টেকসইকরণ এবং সামাজিক ন্যায্যতার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্ব যখন একটি বৃত্তাকার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, মন্ত্রী স্টেকহোল্ডারদের এই মুহূর্তটি কাজে লাগাতে এবং যৌথ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান। তিনি বিশ্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশার আলোকবর্তিকা হিসাবে প্লাস্টিক দূষণ সংক্রান্ত চুক্তির তাৎপর্যের ওপর জোর দেন।

#

দীপংকর/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৯৩

**বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা মানেই উন্নয়ন**

 **--ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১৬ ফাল্গুন, (২৯ ফেব্রুয়ারি):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা মানেই উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্র পরিচালনায় আছেন বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোকে তিনি এমনভাবে রূপান্তর করেছেন যা শুধু দেশেই নয় বরং বহির্বিশ্বেও সমানভাবে প্রশংসিত।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে কুলকান্দি সামছুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে অনেকদিন থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কথা বলে আসছেন। তৃণমূলের মানুষ যাতে ডিজিটাল সুবিধা পান সেজন্য সকলক্ষেত্রে উন্নয়ন করেছেন।

কুলকান্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুস ছালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার জাকিউল হক, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আফরোজি আজাদ তানিয়া প্রমুখ। এতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী                                                                                                     নম্বর : ২৯৯২

**ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞে চুপ থেকে বিএনপি-জামায়াত গাজায় গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। চুপ থেকে তারা এই গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

আজ রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে ফিলিস্তিনে নারী ও শিশুহত্যা বন্ধের দাবিতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ ও মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গাজায় প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এর বেশিরভাগ নারী ও শিশু। সেখানে হাসপাতালে হামলা করা হচ্ছে, অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে, হাসপাতালের বিদ্যুৎ লাইন ধ্বংস করা হয়েছে, যার কারণে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা মানুষের ওপর হামলা করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এটি ভাবা যায় না। তবুও বিশ্বমোড়লরা নির্বাক এবং আরব বিশ্ব যে ভূমিকা রাখার দরকার ছিল, সাধারণ মানুষের ধারণা তারা সেখানে সে ভূমিকা রাখেনি।

দেশে রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে ড.হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি-জামায়াত ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তো কিছু বলেইনি বরং ইসরায়েলি বাহিনীর অনুকরণে তারা দেশে সহিংসতা ঘটিয়েছে, পুলিশ হাসপাতালে হামলা করেছে। তারা ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে। জামায়াত নাকি ইসলাম কায়েম করতে চায় অথচ তারা এখন পর্যন্ত একটা শব্দ বললো না কেন? তারা চেহারা দেখায় কী করে? এরা একটা শব্দ না বলে ইসরায়েলের পক্ষে হাত বাড়িয়েছে।

তিনি বলেন, তারা ভেবেছিল নির্বাচনের পরে বিশ্ব শেখ হাসিনার সরকারকে স্বীকৃতি দেয় কি না! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৭৮টি দেশ ও জাতিসংঘসহ ৩২টি সংস্থা অভিনন্দন জানানোর পরে এখন তাদের আর কোনো কথা নাই। এখন নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করে- ‘ভাই কি হলো?’ বিএনপি নেতারা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চ্যালেঞ্জের মুখে। তাদের নেতাদেরকে কর্মীরা জিজ্ঞেস করে বলে- ‘আপনারা নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য নেতা’।

মন্ত্রী বলেন, শুধু দেশের উন্নয়নেই নয় বঙ্গবন্ধুকন্যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করছেন। ৪ ও ৫ মার্চ আমি ওআইসির সম্মেলনে যোগ দেব। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ওআইসির সম্মেলনে গিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরতে বলেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যিনি নিজে চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাকেও প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড বন্ধের কথা বলেছেন।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানার উপস্থাপনায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য বলরাম পোদ্দার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম মুরাদ, স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অপর সহ-সভাপতি রেদওয়ান খন্দকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন হালদার, প্রচার সম্পাদক মীযানুর রহমান, ডিইউজে’র সহ-সভাপতি মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তৃতা দেন।

#

আকরাম/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯১

**ভারতের আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠাগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে ভারতের আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠাগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আজ শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর সাথে ঢাকায় সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার সাক্ষাতের সময় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর পাওয়ান বাডে (Pawan Bade), প্রটোকল অফিসার সুভাষ ভাস্কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রণয় কুমার ভার্মা তথ্যপ্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত শিক্ষায় দুই দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

খায়ের/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৮২০ ঘন্টা

Handout Number: 3290

**Environment Minister for collective action in**

**addressing plastic pollution at UN conference**

Nairobi (Kenya), 29 February:

Minister for Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury invited all stakeholders, including government representatives, business leaders, civil society activists, and community members, to join Bangladesh in its endeavor. He emphasized the importance of collective action in addressing the complex challenges of pollution, plastic pollution and highlighted the Treaty on Plastic Pollution as a blueprint for transformative change.

Minister Saber Hossain Chowdhury addressed a roundtable meeting titled ‘Global Plastic Action Partnership’ at the 6th United Nations Environment Conference in Nairobi, Kenya today. The conference, attended by leaders and stakeholders from around the world, highlighted the urgency of tackling plastic pollution and forging a sustainable future.

In his address, Minister Chowdhury emphasized the imperative to eradicate plastic pollution and outlined Bangladesh's proactive measures in this regard. He highlighted Bangladesh's early ban on plastic bags as a pioneering step in plastic regulation, positioning the country as a leader in environmental stewardship.

Acknowledging the significance of the emerging Treaty on Plastic Pollution, Minister Chowdhury underscored Bangladesh's unwavering commitment to addressing plastic waste. He emphasized the importance of collaborative, multi-stakeholder efforts, citing the establishment of a National Plastic Action Partnership as a crucial step towards aligning with the Treaty's goals.

Minister Chowdhury outlined a holistic strategy that extends beyond waste management to encompass the reduction of plastic use and the promotion of alternative materials. He emphasized the alignment of this strategy with both the Treaty's objectives and the Sustainable Development Goals, signaling Bangladesh's commitment to environmental sustainability and social equity.

As the world transitions towards a circular economy, Minister Chowdhury urged stakeholders to seize the moment and translate collective ambition into tangible results. He emphasized the significance of the Treaty on Plastic Pollution as a beacon of hope for the planet and future generations.

#

Dipankar/Faisal/Rafiqul/Shamim/2024/2200 hours

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৮৯

**পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে**

 **--- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক।

 আজ ঢাকা মতিঝিলে বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)-এর সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, মজিবুর রহমান মজনু এবং বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বিজেএমএ চেয়ারম্যান মোঃ আবুল হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, পাট আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল কিন্তু আমাদের গর্বের পাট অনেকটা হারিয়ে গিয়েছিল। তবে, বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পাটশিল্পে বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করা হবে। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সফল হতে পারবো। পাটশিল্প এবং বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য যা যা করণীয় তাই করা হবে।

 নানক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন; এখন তিনি লক্ষ্য স্থির করেছে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করার। তাঁর নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

 এর আগে মন্ত্রী মতিঝিলে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগ তৈরি করতে পেরেছে। পাট থেকে সোনালি ব্যাগের উৎপাদন কতদ্রুত করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমেই পাটশিল্পকে লাভজনক করা সম্ভব হবে।

#

 সৈকত/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী                                                                                                     নম্বর : ৩২৮৮

**দেশে মেডিকেল ডিভাইস তৈরি করলে তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, দেশে অনেক ঔষধ তৈরি হয় কিন্তু মেডিকেল ডিভাইস দেশে তৈরি হয় না। হার্টের অপারেশন করতে বা রিং বসাতে স্টেন্টিং দরকার হয়। প্লাস্টিক সার্জারির ক্ষেত্রে টিস্যু দরকার হয়। যা দেশের বাইরে থেকে আনলে অনেক দাম পড়ে। দেশে মেডিকেল ডিভাইস তৈরি করলে তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে। একটা রিং পরানো বা ভালভ্‌ রিপ্লেসমেন্টে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। দেশে মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি জানান। এ সময় তিনি ঔষধের দাম কমানো জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ডায়াবেটিস ও হার্টের ঔষধের দাম কমালে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় পূর্বাচলে চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে জিপিই এক্সপো (প্রা.) লি. এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির আয়োজনে ‘১৫তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো ও এশিয়া ল্যাব এক্সপো ২০২৪’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহলে সাধারণ মানুষকে সহজলভ্য চিকিৎসা সেবা দেওয়া যাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুন্দর ও সহজলভ্য হলে সাধারণ মানুষের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর আস্থা ফিরে আসবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ঔষধ বিশ্বব্যাপী গুণগতমান ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে। ঔষধ শিল্পের বিকাশে সরকার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে থার্স্ট সেক্টর ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে ঔষধকে বর্ষপণ্য ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ দেশে উৎপাদিত ঔষধ নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে বিশ্বে ১৫৭ টি দেশে রপ্তানি করছে।

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রেসিডেন্ট আব্দুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম হাসান ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ।

আলোচনা পর্বশেষে মন্ত্রী ফিতা কেটে ‘১৫তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো ও এশিয়া ল্যাব এক্সপো ২০২৪’-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। ‘এন ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অন কমপ্লিট ফার্ম ম্যানুফাকচারিং’ শিরোনামে ‘১৫তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো’তে ৩৬ টি দেশের ৭৫১ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাদের পণ্য প্রদর্শন ও সেবার মান তুলে ধরছে। এক্সপো চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত। এ এক্সিবিশিনে দেশ ও বিদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করছেন।

#

মাইদুল/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৮৭

**মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

 মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতি মোহামেদ উল্ড শেখ এল ঘাজুওয়ানির নিকট সেদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জুলকার নায়েন তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।

 আজ মৌরিতানিয়ার রাজধানী নোয়াকচটে অবস্থিত রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে গার্ড অভ্ অনার সংবলিত রাষ্ট্রাচারের মাধ্যমে পরিচয়পত্র হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে মৌরিতানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 রাষ্ট্রাচার পরবর্তী সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ হতে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টানা চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণে অভিনন্দন জানান।

 রাষ্ট্রদূত জুলকার নায়েন বিগত ১৫ বছরে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরলে মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতি উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত আছেন বলে জানান। রাষ্ট্রপতি ঘাজুওয়ানি দুই দেশের মধ্যকার উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে অভিমত দেন। তিনি বাংলাদেশ এবং মৌরিতানিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নে রাষ্ট্রদূতকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

#

জুলকার নায়েন/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৮৬

**বঙ্গবন্ধু অবিচার ও অসমতা মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহক ছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হিসেবে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে আইনি সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং সমাজে অবিচার ও অসমতা মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

 আজ রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ‘স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি অভ্ জুডিসিয়াল সিস্টেম ফর চাইল্ড প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘শিশু সংবেদনশীল আদালত কক্ষ’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ন্যায়বিচার ও সমতার নীতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় দূরদৃষ্টি, সাহস ও নিষ্ঠা বাঙালি জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথপ্রদর্শক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রথমেই নতুন স্বাধীন দেশের আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন যাতে সকলের নাগরিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

 মন্ত্রী বলেন, নতুন অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু বিশ্বমানের একটি সংবিধান প্রণয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং মাত্র ১০ মাসের মধ্যে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। এই সংবিধানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি নির্ধারণ করা হয়, যা দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। এ ছাড়া সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইনের সংস্কার ও নতুন নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে। এরও ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শিশু আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

 আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের কল্যাণে যুগান্তকারী বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়, যা শিশুদের সুরক্ষা, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতে একটি আইনি কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশে শিশু বিচার ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে চায়। সেজন্যই আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

 আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইউনিসেফ বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ শেলডন ইয়েট ও প্রকল্প পরিচালক শেখ হুমায়ুন কবীর বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী                                                                                                     নম্বর : ৩২৮৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ সময় ৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৪৫৫ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৮৪

**২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস অনুষ্ঠিত হবে**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

আগামী ২ মার্চ ২০২৪ তারিখে সারাদেশে আনন্দঘন পরিবেশে জাতীয় ভোটার দিবস অনুষ্ঠিত হবে।

এ দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে থানা-উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় ভোটার দিবস এর এবারের প্রতিপাদ্য- ‘সঠিক তথ্যে ভোটার হবো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবো’।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

শরিফ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৮৩

**১০ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যাচ্ছেন গণপূর্তমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে পৃথক অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১০ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ ঢাকা ত্যাগ করবেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস ও ফ্লোরিডার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য দুই দিনব্যাপী ‘২৮তম এশিয়ান ট্রেড, ফুড ফেয়ার এন্ড কালচারাল শো ২০২৪’- এর উদ্বোধন করবেন। ৫ মার্চ প্যারিসের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবেন। এছাড়া তিনি ফ্রান্সের প্যারিসে ‘বিল্ডিং এন্ড ক্লাইমেট গ্লোবাল ফোরাম’ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ফ্রান্স থেকে আগামী ১০ মার্চ দেশে ফেরার পথে মরক্কো ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলে তার যাত্রাবিরতি করার কথা রয়েছে।

#

রেজাউল/ফয়সল/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৪০ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮২

**জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১ মার্চ ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বীমা প্রতিষ্ঠান, গ্রাহক সাধারণসহ বীমাশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিবছর ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালন করা হয়, যা বীমাশিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিলো মহান স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য। সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের সুবিধার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সকল বীমা কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করেন এবং পরবর্তীতে ২টি কর্পোরেশনে একীভূত করেন। বর্তমানে ২টি সরকারি কর্পোরেশনসহ ৩৬টি লাইফ ও ৪৬টি ননলাইফ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের আর্থিক নিরাপত্তা সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আমি আশা করি, সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমার ওপর মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

মানুষের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি সঞ্চয় সৃষ্টি ও বিনিয়োগে বীমাশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বীমাশিল্পের আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি। বীমাশিল্পের উন্নয়নে সঠিক কর্মপরিকল্পনা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য নতুন নতুন বীমা পরিকল্পনা চালুকরণ, দ্রুত বীমা দাবি পরিশোধ, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদানে বীমা সংশ্লিষ্ট সকলে অধিকতর উদ্যোগী হবেন-এটাই সকলের কাম্য।

আমি ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৮১

**জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“প্রতি বছরের ন্যায় ১ মার্চ ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বীমা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- ‘করবো বীমা গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আর্থিকখাত সংস্কারের অংশ হিসেবে বীমাশিল্পকে জাতীয়করণ করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমাখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বীমা মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। মূলত: আজকে বাংলাদেশের বীমাশিল্পের যে প্রসার ও ব্যাপ্তি তার শক্ত ভিত রচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল করা। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’; যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে উন্নত দেশের ন্যায় জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি করতে হবে। এ অভিষ্ট সামনে রেখে আমাদের সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়াসে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে বীমা সেক্টর ডিজিটালাইজেশনে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গ্রাহকসেবা উন্নত করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের বিগত ১৫ বছরে দেশের অর্থনীতিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও, বীমাশিল্পে পেনিট্রেশনের হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। বীমাশিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক একচ্যুয়ারি সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করে ইতোমধ্যে ৩ জন শিক্ষার্থীকে যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে বীমা পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাংকাস্যুরেন্স নীতিমালা জারি করা হয়েছে। ব্যাংকাস্যুরেন্স চালু হলে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া, প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ‘প্রবাসী কর্মী বীমা’, অভিভাবকদের অকাল মৃত্যুতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ঝরে যাওয়া রোধকল্পে ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা’ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা’ চালু করা হয়েছে।

বীমাশিল্পের মান উন্নয়নে সর্বোত্তম গ্রাহকসেবার মাধ্যমে দ্রুত বীমাদাবি নিষ্পত্তি করতে হবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলাসহ উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য ক্ষুদ্র বীমা, কৃষি বীমা, গবাদি পশু বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশের আর্থিক খাতের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে বীমা খাত; যা জাতীয় সম্পদের ও নাগরিকদের জীবনের ঝুঁকি প্রশমনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। বীমার শুভ বার্তা দেশের সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে যাক, দেশের সকল মানুষ এবং সম্পদ বীমা সেবার আওতায় আসুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আলী/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮০

**বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ৫০ বছর পূর্তিতে**

**সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ মার্চ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ৫০ বছর পূর্তিতে ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মুটে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের রোভার স্কাউট ও স্কাউটারবৃন্দকে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ ১১১ জারি করার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটসকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগের ফলে ১৯৭৪ সালের ১ জুন ১০৫তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিস্তৃতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর সুনাম অর্জনে জাতির পিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি স্বাধীন দেশে প্রথম প্রধান স্কাউটের সম্মান অর্জন করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নানা ‍উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ‘রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর’ এর উন্নয়নে ইতোমধ্যে ৪৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদন করে দিয়েছি। চট্টগ্রামে রোভার স্কাউটদের জন্য একটি এ্যাডভেঞ্চার ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ১৮৮ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছি। ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ৪৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘সিলেট অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ এবং ৪৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই উন্নয়ন প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করছি। তাছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩৫৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২টি করে স্কাউট দল গঠন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছি।

আমরা আমাদের শিশু, কিশোর, যুবকদের প্রযুক্তি জ্ঞাননির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশ স্কাউটস প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠক্রম হিসেবে স্কাউটিং-এর মাধ্যমে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট’ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রত্যেক সদস্য জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক ‘সোনার বাংলাদেশ’ এবং আগামীর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৭৯

**বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের গৌরবময় ৫০ বছর পূতির্তে সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১ মার্চ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের গৌরবময় ৫০ বছর পূতির্তে ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের গৌরবময় ৫০ বছর উপলক্ষ্যে ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট ২০২৪’ আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। রোভার মুটে অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো বাংলাদেশ হবে একটি সুখী সমৃদ্ধ শোষণমুক্ত সোনার বাংলা। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে যুব সমাজকে সৎ, আদর্শ ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ স্কাউটস সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে আত্মনির্ভরশীল, সচ্চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। আমি আশা করি, ‘সুবর্ণজয়ন্তীর অঙ্গীকার, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বে রোভার’- এই স্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে রোভার স্কাউটগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়ন ও মানুষের সেবায় সর্বদা এগিয়ে আসবে।

২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বাংলাদেশের তরুণ ও মেধাবী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্কাউট আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং যুব সমাজকে স্কাউট আদর্শ ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

আমি ‘সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট ২০২৪’ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ